R. N. N). 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
কলকাতাকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
৪৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৯১ সাল
২রা মে, ১৯৮৪ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

মুর্শিদাবাদে তিন হাজার টিউবওয়েল অচল, আন্ত্রিকে মৃত্যু দু'শো

বিশেষ সংবাদদাতা : একদিকে প্রচণ্ড খরা, গ্রামাঞ্চল জুড়ে তীব্র পানীয় জলের সংকট অন্যদিকে আন্ত্রিক রোগের প্রকোপে প্রায় দু'শো শিশু ও বালকের মৃত্যু মুর্শিদাবাদ জেলায় এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। গত তিন দশকের মধ্যে এ ধরনের অবস্থা কখনও দেখা যায়নি। আন্ত্রিক রোগে আক্রান্তের সঠিক সংখ্যা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে নেই। কারণ রোগাক্রান্ত অনেকেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে স্থান না পেয়ে প্রাইভেটে চিকিৎসা করাতে বাধ্য হচ্ছেন। দেখা দিয়েছে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের সংকট, মিলছে না প্রতিষেধক হ্যালোজেন বা ব্লিচিং পাউডারও। জেলায় এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ইতিমধ্যেই দু'শো ছাড়িয়ে গেছে। জঙ্গিপুর মহকুমায় এ পর্যন্ত এই রোগে ৭ জনের মৃত্যুর খবর এসেছে। জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি আছেন প্রায় শতাধিক রোগী। অবস্থা সামলাতে হাসপাতালের দ্বিতল ভবনটি স্থান সংকুলানের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। জরুরী পরিস্থিতিতে হাসপাতালে ৮ জন নার্স ও কিছু কর্মী মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছেন সি এম ও এইচ ডাঃ ললিতমোহন সাহা। ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের দাবী ও ডেপুটেশনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই বিশেষ ব্যবস্থা বলে জানানো হয়েছে। এদিকে আন্ত্রিক রোগের বিস্তারের জন্য জেলার সি এম ও এইচ-এর ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়েছে। বহরমপুর হাসপাতালের কিছু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভিযোগ, আন্ত্রিক রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে গত ৪ এপ্রিল জেলার ডি এম ও'কে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ৫ এপ্রিল ডি এম ও ডাঃ এস আর ঘোষ সেই জরুরী বার্তাটি সি এম ও এইচের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেই বার্তা যথাসময়ে না পাঠিয়ে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত সি এম ও এইচের দপ্তরে অহেতুক আটকে রাখা হয়। আন্ত্রিক রোগ নিয়ে সংবাদপত্র সরব হওয়ার পর টনক নড়ে সি এম ও এইচের। কিন্তু ততদিনে রোগ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। মারা যায় পঞ্চাশ জনেরও বেশী। এই রোগের মূল কারণ বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ মুর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চলে জলস্তর নেমে যাওয়ায় প্রায় ৩ হাজার টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়েছে। সর্বত্রই পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছে। পুকুরগুলি প্রায়ই শুকিয়ে কাঠ। যেগুলিতে জল রয়েছে সেগুলিও কর্দমাক্ত। বাধ্য হয়ে গ্রামের মানুষজন সে জলই ব্যবহার করছেন। এই অবস্থায় পঞ্চায়েতগুলিও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে রয়েছেন। আজ বৈশাখ মাসের ১৯টি দিন (ষষ্ঠ পৃঃ দ্রঃ)

সভাপতি গ্রেপ্তার নিয়ে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে গরু পাচার করার পথে বি এস এফের হাতে ধরা পড়া কয়েকজনকে ছাড়াতে গিয়ে রবিবার সুতী-২ পঞ্চায়েতের সভাপতি মহঃ নিজামুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হলে তা নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ নিয়ে অরঙ্গাবাদে সি পি এম কর্মীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। বি এস এফ সূত্রে জানা যায়, ১৩ জোড়া গরু সীমান্ত পেরুনোর পথে তাদের হাতে ধরা পড়ে। নিজামুদ্দিন ধৃত ব্যক্তিদের ছাড়ানোর চেষ্টা করলে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে পরিস্থিতি সামলাতে নিজামুদ্দিনকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কনট্রোলার নিয়ে তদন্তে ডি এম ও ডিরেক্টরের হস্তক্ষেপ চান অনেকেই

বিশেষ সংবাদদাতা : গত দু'সপ্তাহে জঙ্গিপুরের সাবডিভিসনাল কন্ট্রোলার (ফুড) গৌতম চৌধুরী সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে সে সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবী উঠেছে। এ ব্যাপারে আমাদের দপ্তরেও বেশ কিছু চিঠি এসেছে। চিঠিতে প্রায় সকলেই এই চাঞ্চল্যকর বিষয়টির প্রতি মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক প্রদীপ ভট্টাচার্য্য ও রাজ্যের খাদ্য অধিকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়ে অভিযোগগুলি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। এদিকে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল এই ধরনের তদন্ত বন্ধ করতে জঙ্গিপুরের বুকে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর গুজব রটিয়ে কিছু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সই সংগ্রহ অব্যাহত রেখেছেন। অভিযুক্ত কন্ট্রোলারকে 'সততার সার্টিফিকেট' দিয়ে লেখা ওই দরখাস্তে মূলতঃ এম আর ডিলাররাই স্বাক্ষর দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে ডি এম প্রদীপ ভট্টাচার্য্য (ও ক্ষমতাসীন সি পি এম দলের নাম ভাঙিয়ে স্বার্থান্বেষী মহল থেকে নানা রকম অপপ্রচার চলছে। জঙ্গিপুর এস ডি ও অফিসের এক স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে জড়িয়েও তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের গুজব রটানো হয়েছে। এই সব রটনায় অফিসার মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এদিকে সি পি এমের পক্ষ থেকে বালক মুখার্জী এক সাক্ষাৎকারে অভিযুক্ত কন্ট্রোলারকে সি পি এম কোনোরকম ভাবে মদত দিচ্ছে—এ খবর অস্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি স্পষ্টই বলেন, রাজ্য সরকারের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী নিয়ে কোন আমলার চক্রান্ত কোনোমতেই বরদাস্ত করা উচিত নয়। গত দু'সপ্তাহে জঙ্গিপুরের খাদ্য দপ্তর সম্পর্কে যে সমস্ত (ষষ্ঠ পৃঃ দ্রঃ)

দুর্ম্মুখের কলম চিত্র (১)

মূষিক চৌধুরী কহে
বাহন সবে ডাকি,
স্বাক্ষর সংগ্রহে দাও
সব সত্য ঢাকি॥

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৯১ সাল।

স্মরণের আবরণে

কালের আবর্তন চক্রে আবার প্রত্যাবর্তন করিয়াছে তেরোই বৈশাখ। আজ এই সূর্যস্নাত উজ্জ্বল প্রভাতে তোমাকে স্মরণ করিতেছি। আনন্দ ও বেদনার যুগপৎ মিশ্রণে এ স্মৃতি অমলিন। কারণ বিশ্বকবির ভাষায়: 'আজ আসিয়াছে কাছে জন্মদিন মৃত্যুদিন : একাসনে/ দোঁহে বসিয়াছে।' ১২৮৮ বঙ্গাব্দের তেরোই বৈশাখের স্মৃতি আনন্দঘন। অথচ ১৩৭৫'র ১৩ বৈশাখ বিদায়ের বেহাগ রাগিণীতে ভারাক্রান্ত করিয়া দেয় হৃদয়। এই জীর্ণ কুসংস্কারগ্রস্ত ও আচারসর্বস্ব পল্লীর মৃত্তিকার বুকে তোমার নগ্ন পদের বলিষ্ঠ নির্ভীক পদচারণার দ্বারা একদিন মহানগরী পর্যন্ত কম্পিত করিয়া তুমি তোমার ক্ষণজন্মত্ব প্রমাণ করিয়াছিলে। বিদেশী শ্বেতাঙ্গ শাসকের রক্তচক্ষুকে হেলায় করিয়াছিলে অবহেলা। মতিলাল-চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্র হইতে মানবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত দেশনায়কগণের চক্ষে ছিলে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের পাত্র। বঙ্গের বিদ্বৎসমাজের নিকট স্বীয় সৃজনী শক্তি ও মননের দাক্ষিণ্যে অর্জন করিয়াছিলে অগাধ অবাদ ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসার করুণাধারায় সিক্ত ছিল তোমার মানস সন্তান 'জঙ্গিপুর সংবাদ'। 'বোতল পুরাণ' ও 'বিদুষক'র হাস্যরস রসিকতায় রসিকজন মাতিয়া উঠিলেও কলম যে তলোয়ার অপেক্ষা বলবান 'জঙ্গিপুর সংবাদ'র সম্পাদক হিসাবে ক্ষুরধার লেখনী ধারণে তাহা প্রমাণ করিয়াছিলে। কিন্তু চলার পথ নিশ্চিত কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। আসিয়াছে শতেক বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্রের কুটির চক্রাঘাত। তথাপি প্রখর আত্মসম্মান বোধ ও আত্মপ্রত্যয় তোমার সংগ্রামী চেতনাকে কোনোদিন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষরফা করিতে দেয় নাই। পুনঃ পুনঃ দুঃখের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও কদাপি পরাস্ত হও নাই। হাস্যমুখে অদৃষ্টকে পরিহাসই করিয়াছিলে। ভাগ্য দেবতার উদ্দেশ্যে তাই তোমার বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ : 'আমি মার খাবো তাও কাঁদবো নাকো, পরাণ খুলে গাইবো গান।'

তোমার সেই সংগ্রামী হাতিয়ার 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজ তৃতীয় প্রজন্মে পা দিয়াও তোমার ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শকেই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। স্মরণের আবরণে ঢাকা এই পবিত্র লগ্নে তাই প্রার্থনা জানাই—তোমার জীবনেতিহাসই আমাদের যেন দেয় নিত্য নূতন পথের সন্ধান। সত্য ও ন্যায়ের পথে পদচারণায় সহস্র বাধা ও নব নব আঘাত আসিলেও আমরা যেন অবিচল প্রত্যয়ে অটল থাকিতে পারি।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

সংগ্রাম জীবনে প্রতিষ্ঠা আনে। আনে গতি। জীবনের পথ মসৃণ নয়, বন্ধুর। নানা উত্থান-পতনে ভরা। জীবন যদি সংগ্রাম বিমুখ হয় তবে জীবনের সিদ্ধি তথা পরিপূর্ণতা চলে যাবে নাগালের বাইরে। আমরা অনেককে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে দেখে একটা অব্যক্ত অস্বস্তি বোধ করি। তাদের প্রতিষ্ঠা/যশ/সুনাম দেখে ঈর্ষান্বিত হই। মানুষের মন অতি বিচিত্র। অতি জটিল। একজন সংগ্রামী মানুষ আমাদের মনের দর্পণে ঈর্ষার প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। আমরা অনেকে তাঁর অতীত জীবনকে নানান বিন্দু থেকে সমালোচনা করে থাকি। বলাবাহুল্য অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনা বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করে। তাঁর জীবনের অবমূল্যায়ন করা হয়। একবারও ভেবে দেখি না এইসব সংগ্রামী মানুষের জীবনদর্শন আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত। আপ্তবাক্যের মত। আবার এইসব দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি যদি আমাদের পরিচিত হন তবে তাঁকে নিয়ে আমাদের যেন দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। সমালোচনার স্রোত প্রবাহিত হয় বক্রপথে। এই সব সমালোচকগণ তখন বিস্মৃত হন সমাজে এই ব্যক্তির ভূমিকা তথা মূল্যের দিকটি। এ বড়ই বেদনাদায়ক। এইসব সংগ্রামী মানুষদের মধ্যে একজনের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। সরল, অনাড়ম্বর জীবনের প্রতিমূর্তি। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক নির্লোভ ব্রাহ্মণ। তেজস্বীতা, সততা, সহিষ্ণুতা, পরোপচিকীর্ষা তাঁর চরিত্রের প্রধান আকর। সে আমলে মহানগরীর তাবড়-তাবড় ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছেন ; নিজের মর্যাদাবোধকে কখনও বিসর্জন দেননি। তিনি নিজেই এক ইতিহাস। নিজেই এক ইনষ্টিটিউশন্। তাঁর সমগ্র জীবন থেকে উত্তরসূরীদের অনেক কিছু জানবার আছে। নেবার আছে। অথচ দুর্ভাগ্য আমাদের মত অনেক শিক্ষিত শিক্ষিত সমাজ সচেতন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি তাঁর সমালোচনা করি বলগাহীনভাবে। জানিনা আমাদের মত তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের এটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিনা। আর একটা কথা, গুণগ্রাহিতা প্রকৃত গুণী ব্যক্তিদেরই থাকে। আমরা শুধু শিক্ষার লেবেল অঙ্গে সেঁটে সংস্কৃতির আখড়ায় জ্ঞানতোষ সাজি। 'এঁতেল' হবার ভান করি। এ হল নিজেদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা। এই আত্ম-প্রবঞ্চনার ফলেই আমরা 'Id' আর 'Ego'এর শিকার হই।

মণি সেন

অথ পুরাণ কাহিনী :

'গৌতম মহর্ষি, দেবোত্তম চরিত্র'

দুর্মুখ

দেবরাজকে শাস্তিপ্রদান করতঃ মহর্ষি গৌতম অত্যন্ত সুখময় চিত্তে নিজাসনে উপবেশন করতঃ শিষ্যমণ্ডলীকে স্বপ্রতাপে বশীভূত করিয়া তন্মুখী করিয়াছেন ভাবিয়া তৃপ্তির আমেজে তাম্বুল চর্বন করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ শিষ্যমণ্ডলী হইতে বুথিত হইয়া জনৈক শিষ্য কহিলেন—গুরুদেব আপনি বোধ হয় ভুলই করিলেন। যতই হউক দেবরাজ অধমদেরই একজন গুরুভ্রাতা। তাহার ক্ষণিক ভ্রমের জন্য শাস্তি দিয়া ভাল করেন নাই মনে হয়। মহর্ষি শিষ্যের বাক্যে চক্ষু উন্মোচন করিলেন। তখনও ক্রোধ সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নাই, চক্ষু আরক্তই হইয়া আছে। তিনি সপ্রশ্নে শিষ্যের প্রতি বাণী নিক্ষেপ করিলেন—কেন, অন্যায় কোথায় হইল। সে আমার শুধু অবাধ্যই হয় নাই আমাকে সর্ববতোভাবে অপমানিত করিয়াছে। অতএব তাহার ইহা যোগ্য শাস্তিই হইয়াছে। এখন সে অকর্ম্মন্য হইয়া পড়িয়া থাকিয়া হাহুতাশ করুক। তাহাতেই আমার পরম হর্ষলাভ হইবে। শিষ্য কহিলেন—'হে পরম কারুণিক গুরুদেব, আপনি দেবরাজকে পৌরুষহীন করিতে গিয়া আপনার আত্মদুর্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন নাকি ? কেননা দুষ্টলোকে সন্দেহ করিবে আপনি নিশ্চয়ই পুরুষত্বহীন। তাহাই আপনার পরম প্রিয়জন পরাঙ্কশায়ী হইয়াছেন ও স্বীয় শিষ্য সে কারণেই উদ্যত হইতে সাহস পাইয়াছে।' মহর্ষি সেই বচনের উত্তর প্রদান করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সমগ্র অঞ্চলের প্রচার যন্ত্রে ঘোষিত হইতে শোনা গেল ! 'মহর্ষি গৌতম দেবরাজের অপরাধের শাস্তি দিয়াছেন।' আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন তাঁহার প্রিয় শিষ্য হইয়াও এমন গর্হিত কার্য্য তিনি করিলেন কোন সাহসে ? অতএব ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে দেবরাজ গুরুকে সেবার দ্বারা বহু পূর্ব্ব হইতেই সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া অকর্ম্মন্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্দরমহলে তাঁহার গতায়াত ছিল। নতুবা এহেন কার্য্যের সাহস পাইতেন না। মহর্ষি গৌতমের অপরাধ বিচার করুন। তিনি স্বঅপরাধ গোপন করিতে অহল্যাকেও পাষাণ করিয়াছেন — অর্থাৎ তাঁহাকেও আত্মগোপন করিতে বাধ্য করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার দুর্নীতির কাহিনী প্রকাশ হইতে না পারে। সংবাদ শ্রবণে মহর্ষি বিচলিত হইলেন। শিষ্যগণের হৃদয় প্রকম্পিত হইল। তাহারা বুঝিলেন, গুরুদেবের দুর্ব্বলতার সুযোগে (৩য় পৃঃ দ্রঃ)

অথ পুরাণ কাহিনী

(২য় পৃঃ পর)

যে টুকু সুযোগ সুবিধা তাহারা পাইতেছিলেন জনতার ঘুম ভাঙ্গিলে গুরুদেব ভীত হইলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। তাহারা এক যোগে গৌতমকে বলিলেন—প্রভু দেবরাজকে শাস্তি হইতে মুক্তি দিয়া আপনি যে মহান তাহা প্রতিপন্ন করুন ও তাহার সহযোগিদের দিয়া আপনার মহত্ত্ব প্রচার করুন। 'কণ্টকে নৈব কণ্টকম্' এই সাধুবাক্য গ্রহণ করিলে প্রচারের বিরুদ্ধে প্রচারে নামুন। দুর্নীতি, সুনীতির কথা ভুলিয়া গিয়া দেবতাদেরই সাহায্য লউন। দেবতাদের বহু দান আপনার গৃহে আছে, আরো দান পাইবেন। তাহার দ্বারা একটি জয়ঢাক ক্রয় করুন। সেই জয়ঢাক আমরাই জোরে জোরে বাজাইব, আর দেবতার যে অপূর্ব্ব প্রণবনাদ সৃষ্টিকারী যন্ত্রটি আছে তাহাকে কার্য্যে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করুন। নহিলে মুক্তি দেখিতেছি না। মহর্ষি দেবকূলকে আহ্বান করিলেন। তাহারা ভয়ে ভয়ে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বলিলেন আমি দেবরাজকে ক্ষমা করিলাম। তোমরা উহাকে লইয়া যাও। কিন্তু ইহার পরিবর্তে তোমাদিগকে একটি কার্য্য করিতে হইবে। আমি জয়ঢাক দিতেছি তাহা তোমাদের প্রচারবিদ দ্বারা বাজাইয়া তোমাদের অপূর্ব্ব কণ্ঠে আমার মহিমাকীর্ত্তন করিতে হইবে। দেবতাগণ বলিলেন—প্রভু, অপূর্ব প্রণবনাদ বার্ত্তা হিসাবে খুবই মনো-মুগ্ধকর সত্য, ইহা মিথ্যাকে সত্য ভ্রম করাইতেও সক্ষম ইহাও সত্য; কেননা আমরা জানি, উত্তমরূপে জানি একটি মিথ্যাকে বার বার সত্য বলিয়া জাহির করিতে পারিলে তাহা সত্য বলিয়া ভ্রম হয়, এবং তাহাতে আমরা চিরদিনই পারদর্শী। আমাদের নাদের ঐ উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াই অনেকে আমাদিগকে বহাল করেন। কিন্তু উহাই আমাদের মূলধন। এবং উহার প্রচারেরও একটি নির্দ্দিষ্ট সময়সুচি আছে। সেকারণেই প্রভু, সহসা প্রচার করিতে হইলে বিশেষ ব্যবস্থা……দেবতাদের কথা শেষ হইতে না হইতেই গৌতম সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—বৎসগণ, উহার জন্য চিন্তা করিবেন না। প্রচারের সমস্ত ব্যয়ভার আমার আশ্রম হইতেই বহন করা হইবে। আপনারা অতি ত্বরায় কার্য্যে তৎপর হউন। দেবতারা (হস্ত কুণ্ডয়ন করিতে করিতে) মহর্ষি দুঃশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন। প্রচারে মিথ্যাকে সত্য করিতে আমরা তুলনাবিহীন। তদুপরি আপনার স্নেহের মূল্য দিতে আমরা সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিব। আপনার বিরুদ্ধ প্রচার বন্ধ করিতে সর্ব্বিক পরিশ্রমে আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম। মহর্ষি বলিলেন—জয়স্তু। তোমাদের জয় হউক। (দেবতাগণ বিদায় লইয়া আশ্রম ত্যাগ করিলেন) মুহূর্ত মধ্যে আশ্রমবাসীগণ জয়ঢাকের জলদ মন্দ্র আওয়াজ ও তৎসঙ্গে অপূর্ব্ব প্রণবনাদ শুনিতে পাইলেন—'গৌতম মহর্ষি, অমিততেজা, দেবমানবহিতৈষী। দুরাচারী অসুরগণই তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করি-তেছেন। আপনারা উহা সর্ব্বৈব মিথ্যা ও অপপ্রচার বলিয়া জানিবেন। তিনি সত্য-সত্যই ঋষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, মহামানব, দেবতাগণ অপেক্ষাও শুদ্ধ চরিত্রের।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

[আপনি ১৩ই বৈশাখ প্রয়াত দাদাঠাকুরের স্মৃতিচারণে প্রবৃত্ত হ'তে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। সেকারণে আমি সহজতম পন্থা হিসাবে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতই তাঁরই রচনা উদ্ধৃত করে আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করলাম।]

জঙ্গিপুর সংবাদ ১৩৩৩ সাল, ১৪শ বর্ষ, ৩৩ সঃ

বাংলাদেশ কাহাকে বলে ?

মহামনীষী মার্শম্যান সাহেব বলিয়াছেন—'ভারতবর্ষের যে অংশের লোক বাঙ্গালা বলে ও বাঙ্গালা লেখে, তাহার নাম বঙ্গ বা বাঙ্গালাদেশ'

কিন্তু একথা খাটে কৈ? বাঙ্গালা দেশের লোক এখন ইংরাজী বলে, হিন্দীতে কপ্‌চায় তথাপি পারৎপক্ষে বাঙ্গালা বলে না। যদিও শিক্ষিতগণ দয়া করিয়া বাঙ্গালা বলিবার একটু চেষ্টা করেন, সে বাঙ্গালা পনের আনা ইংরাজী মিশানো থাকে। আর বাঙ্গালা লেখার কথা ছাড়িয়া দাও, বাপকে চিঠি লিখিতে হইলে, উপযুক্ত ছেলে সম্বোধন খুঁজিয়া পান্ না, লেখেন—মাইডিয়ার ফাদার, মনের দুঃখে ভালো লোক বাংলা লেখেন না, শিক্ষিত লোক বাঙ্গালা পড়েন না; বলেন—'বাঙ্গালা আবার পড়িব কি? তবে কেহ কেহ বাঙ্গালা লেখে বটে—সে নাটক, নোভেল, কাব্য। শুনিয়াছি বাঙ্গালা লেখায় নাকি বিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, সম্প্রতি 'দাম্পত্য বিজ্ঞান' 'যৌবন বিজ্ঞান' প্রভৃতি জ্ঞান গর্ভ উপদেশপূর্ণ অপূর্ব্ব পুস্তক বাজারে বাহির হইয়াছে। ছোকরা ও ছুকরীর দল পিনালকোড্ বাঁচাইয়া উহা মন দিয়া পড়িতেছে। ফলে পথে পথে মদনানন্দ মোদক ফেরি চলিতেছে। খবরের কাগজে দেখিতে পাই তিনটি জিনিষের বিজ্ঞাপন। লালসাময়—হাবাতের লেখা পুস্তকাবলী, পেটেন্ট ঔষধ, আর কেমিকেল স্বর্ণের অলঙ্কার। 'বাঙ্গালা দেশে যাহারা বাস করে তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলে। হরি হরি! এমন ডাহা মিথ্যা কথাও লিখিতে আছে? বাঙ্গালা দেশে—ইংরাজী, পার্শী, মাড়োয়ারী, ভুটিয়া, আরমানী, জাপানী, চীনা, বেহারী, দিল্লীওয়ালা, বোম্বাই-ওয়ালা, আসামী, ভুটানী, নেপালী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, শিখ, গুর্খা প্রভৃতি সকলেই বাস করে—ইহাদিগকে কি বাঙ্গালী বলা চলে? কখনই নয়। অতএব এখন বলা যাইতে পারে পেটের দায় বড় দায়; অর্থাৎ এই যে সামাজিকতা, নীতি, বিদ্যা, বিলাস, শাস্ত্র এমন কি ধর্ম—মানুষের যা কিছু সমস্তই পেটের দায়ে। এহেন পেটের দায়ে—সকল দেশের লোক, যে দেশে একত্রিত হয়—তাহার নাম বাঙ্গালা দেশ। আর সেই বাঙ্গালা দেশে বাস করিয়া যাহারা মক্ষিকা হইতে ক্ষুদ্র, মশক হইতে দুর্ব্বল, আরশোলা হইতে নির্বোধ এবং কেন্নু হইতে ঘৃণ্য—তাহারাই প্রকৃত বাঙ্গালী।

[এতৎ সঙ্গে বর্ত্তমানে শিক্ষণীয় বিশেষ করিয়া সাপ্তাহিক পত্রিকার পক্ষে চিন্তা করিয়া দাদাঠাকুরের আর একখানি রচনার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।]

আফিং খোর দাদাঠাকুরের খেয়াল

১৩২২ সাল ৫ই শ্রাবণ ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা
ইং ২১শে জুলাই ১৯১৫

প্রিয় সম্পাদক ভায়া,

তোমার খবরের কাগজ বাহির হওয়া অবধি মনে করিয়া আসিতেছি যে একটা কিছু লিখিয়া নামটা জাহির করিয়া লই। কারণ নাম জাহির করিবার পক্ষে খবরের কাগজের ন্যায় উপযুক্ত জিনিষ আর দ্বিতীয় নাই। সাবেককালের সেই জয়ঢাক ইহার কাছে সম্পূর্ণরূপে হার মানিয়া একেবারে সাগরপারে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া দেওলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু ভায়া আমরা সেকালের লোক ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া হঠাৎ কোন কাজ করিতে সাহস করি না। আজকাল দেশের যে রকম আবহাওয়া তাতে আমার মনে হয় যে এই খবরের কাগজ বাহির করিতে যাওয়া তোমার একটা মস্ত কুবুদ্ধি। আর সেই কাগজে লিখিয়া নাম জাহির করা আমারও দুর্বুদ্ধি কারণ তুমি হয়তো উচিৎ কথা লিখিতে যাইয়া কোনদিন Defamation এর মোকদ্দমায় পড়িয়া শ্রীঘর বাস করিবে আর আফিং প্রসাদাৎ article (পর পৃঃ দ্রঃ)

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

বহরমপুর ঃ হিন্দুস্থান সার সংস্থার সার সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রধান মন্ত্রীর ২০ দফা কর্ম্মসূচী অনুযায়ী গৃহীত গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার সুকীতে হিন্দুস্থান সার সংস্থার সার সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা বিভাগের উদ্যোগে ও বহরমপুর লায়ন্স ক্লাব এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগিতায় ২২ এপ্রিল, '৮৪ উক্ত সংস্থার সুকী কৃষি তথ্য ও সেবা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির পরিচালনা করা হয়। বহরমপুর শহরের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক লায়ন ডাঃ এ কে সরকার, লায়ন ডাঃ বিমলেন্দু সরকার ও ডাঃ অমিতাভ চৌধুরী এই শিবিরে সুকী, মিল্কি, পলাশি, চানক, ইকরোল গ্রামের বিভিন্ন রোগের ১৫০ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা করেন এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। চিকিৎসিত রোগীদের প্রত্যেকেই দুঃস্থ ও অধিকাংশই তপশীলি জাতি ও উপজাতি পরিবার ভুক্ত। এই কাজে সহযোগিতা করেন সুকী বালার্ক সংঘের সভ্যবৃন্দ।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা

(৩য় পৃঃ পর)

লেখার যে একটা উচ্চ দুরাশা সর্বদাই আমাকে গরম রাখিয়াছে সেই গরমটুকু হারাইয়া হিতোপদেশের বিষ্ণু শর্মার সেই মূষিকের ন্যায় আমিও স্বজাতি সমতাং গতম হইব, তোমার কি মনে হয় জানি না আমার কিন্তু মনে হয় ধনাধিক্যতার গরম ও উচ্চ আশার গরমটা একই রকমের কারণ অর্থ-হীনের উচ্চাকাঙ্খা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না আর যদি যায় তবে সে গরীবের ঘোড়া রোগের মত, ঘোড়াও হয় না, রোগও সারে না। তুমি ও তোমার পাঠকগণ হয়ত মনে করিতেছ যে এ লোকটার moral courage নাই, তা মনে করিও না, তবে মৌতাতের মাত্রাটা আজ একটু কম হওয়ায় মেজাজটা খিট-খিটে বোধ হইতেছে, বুড়া বয়সে তোমাদের ন্যায় ছেলে ছোকরাদের মত moral courage দেখাইতে যাইয়া গুঁতো খাওয়ারও তত ইচ্ছা নাই, তবে যদি সাহস দেও, তবে বারান্তরে দেখা যাইবে।

আশীর্বাদক
তোমাদের দাদাঠাকুর

জন্ম ও মৃত্যু
১৩ই বৈশাখ

দাদাঠাকুর স্মরণে

শশাঙ্কশেখর সান্যাল

দাদাঠাকুর শরৎ পণ্ডিত মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁর নিজস্ব বাসগৃহ রঘুনাথগঞ্জে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন রোগশয্যায়। সে সময়েও তাঁর বাকচাতুর্য-ভাণ্ডার রিক্ত হয়নি। কলকাতায় তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে আমার পরিবারের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য জন্মেছিলো। কলকাতা এবং আমার বহরমপুরের বাড়ীতে তাঁর যে সমস্ত বচন ও বাচনের হীরের টুকরো ঝলকে ঝলকে ছিটকিয়ে পড়তো, তাঁর গুণগ্রাহী সেগুলির অধিকাংশই জানে না। আমি কয়েকটা স্মৃতি-মন্থন করে জনসমক্ষে উপস্থিত করছি যে-গুলো হয়তো এখনও সাধারণের অবগতির বাইরে।

একদিন রাস্তার মোড়ে সদ্য প্রকাশিত স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুর ইংরাজী দৈনিক নেশন্ (Nation) চালু হয়েছে। সেটা হাতে করে দাদাঠাকুর পড়ছেন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। শরৎ বোস ও তাঁর সহধর্মিণী স্বর্গীয়া বিভাবতী দেবী এবং আমি এক গাড়িতে যাচ্ছিলাম। আমি ড্রাইভারকে একটু থামাতে বলে শরৎ বোসকে বললাম—দেখুন, দাদাঠাকুর আমাদের কাগজ পড়ছেন। শরৎবাবু গাড়ি হতে নামলেন, কাছে গিয়ে বললেন—কি পণ্ডিত মশাই কি হচ্ছে? —কেন আপনাকে শুনছি দাদাঠাকুর উত্তর দিলেন।

'সে কি?'

'এই যে আপনি বলছেন—নে শোন।'

আমার কলকাতার বাসায় একদিন দাদাঠাকুরের আগমন। গ্রীষ্মকাল। আমার কন্যা ও হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল মুক্তি মৈত্র একটি গেলাসে করে সরবত নিয়ে এসে দাদাঠাকুরের হাতে দিলেন। দাদাঠাকুর বললেন—'কিরে বেটি। এটা কি?' মুক্তি উত্তর দিলো—'জেঠামশায় এটা ঠাণ্ডা বেল!' দাদাঠাকুরের ক্ষিপ্র মন্তব্য—'ওরে কোর্টেও বেল (Bail) আবার বাড়িতেও বেল।'

দক্ষিণ কলকাতার বিদগ্ধ সিংহী পার্কে বিবাহ উপলক্ষে দাদাঠাকুরের নিমন্ত্রণ ছিল। দাদাঠাকুর সোজা এসে আমার আস্তানায় উঠলেন। সিংহী পার্কের লাগাও যে আস্তানা যেখানে আমি এখন থাকি। আমরা একসঙ্গেই গেলাম। হাতে হাতে ডিশ। চারিদিকে ঝলমলে আলো। বিরাট চন্দ্রপুরী। এক ডিশ খেয়েই দাদাঠাকুর আমায় বললেন—'আরে আর এক ডিশ পাওয়া যাবে না?' আমি জবাব দিলাম—'কার্ডটা খুলে দেখুন না। এটা Light refreshment'

তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'ওর তাইতো চারিদিকে শুধু লাইট্। ডিশও খুব লাইট্।'

গৃহকর্তাদের মধ্যে একজন শুনতে পেয়ে হেসে আমাদের দুজনার হাতেই আর একটা করে ডিশ দিয়ে গেলেন।

আমার কলকাতার বাসায় দাদাঠাকুর এসে বসলেন একদিন। আমার ব্রাহ্মণী একটা প্লেটে করে সামান্য পায়েস ও একটি কড়া মিষ্টি দিয়ে তার মধ্যে একটা চামচ ধরে দিলেন। দাদাঠাকুর চামচে দিয়ে খেতে চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলেন খাবার জিনিস চামচে টপকিয়ে প্লেটের বাইরে পড়ছে। দাদাঠাকুর তখন আমার ব্রাহ্মণীকে বললেন—'ওরে বেটি! তুই চামচে রাখ, আমি খামচে খাব।'

বহরমপুরের বাড়িতে আমার এক মক্কেল বড় একটি মাছ নিয়ে হাজির। দাদাঠাকুর সে সময় উপস্থিত ছিলেন। উনি মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করলেন 'এটা কি হে?' সে বলল—'উকিল বাবুর জন্য মাছ।' দাদাঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—'ভাল জিনিস এনেছো। আজকের দিনে এর দাম Too much!'

আমার পুত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা দাদাঠাকুরের সামনে দাঁড়াতেই তিনি প্রশ্ন করলেন—'এর নাম কি হলো রে?' আমার পুত্র উত্তর দিলো—'বাবা নাম রেখেছেন নিবেদিতা।'

দাদাঠাকুর বলে উঠলেন—'ঠিক নাম রেখেছিস, যা নিবে তাই দিতে হবে।'

দাদাঠাকুর তখন মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন। মুখের হাসি মুখেই আছে।

বাড়ীর ডাক্তার এলেন। তাঁর নাম মণি (গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়) দাদাঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন—ওটা কে? কে যেন উত্তর দিল—মণি ডাক্তার এসেছেন। দাদাঠাকুর বোধ হয় শেষ কথা বললেন—No more money needed.

আমি লেখক নই, সাহিত্যিকও নই। ওকালতি পেশায় এবং রাজনীতির নেশায় আমি বাক্য-বাগীশ বলে পরিচিত। বোধহয় বিধাতার নির্দেশে বুকনি নবিস হবার জন্য আমি তাঁর কোলে ঠাঁই পেয়েছিলাম। এহেন ব্যক্তির মৃত্যুর পর রঘুনাথগঞ্জের শ্মশান-ঘাটে উপযুক্ত সংখ্যক জন সমাবেশ হয়নি। আমি দাদাঠাকুরকে পূর্বপুরুষজ্ঞানে প্রণতি জানাই।

৺শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

মণীশ ঘটক

হাস্য পরিহাসে সিদ্ধ, তবুও ছিলে না
বয়স্য কখনো, কোনো অজ্ঞাত নৃপের
কুকর্মের সমর্থক শ্লোক নির্মাণের
অপকর্মে রত ছিলে, নজীর মিলে না।

ব্যক্তিগত জাতিগত রাষ্ট্রগত যত
অস্বৈরণ অনাচার সাধ্যায়ত্ত মত
নির্মম সুতীক্ষ্ণ শ্লেষে করেছ জর্জর
পাশুপত অস্ত্রধারী হে বীর প্রবর।

চারিত্র দুর্ভেদ্য বর্ম, নির্লোভ ব্রাহ্মণ
জ্বলিত তোমার ভালে হরকোপানল!
কপর্দকহীন তুমি, যবে নিঃসম্বল
হেলায় ঠেলেছো পায়ে সর্ব প্রলোভন

শুধুমাত্র বিদূষক যে তোমারে কয়
সে কভু পায়নি তব সত্য পরিচয়।

আন্ত্রিক রোগ 'ভাইরাস নয়'

নিজস্ব সংবাদদাতা: আন্ত্রিক রোগের লক্ষণগুলি খুবই সাধারণ। পেট মোচড় দিয়ে পায়খানা হবে। পায়খানার রঙ ঘন হলুদ অথবা একটু কালচে হতে পারে, এবং তাতে আঁশটে গন্ধ ছাড়বে। জ্বর হতেও পারে, নাও হতে পারে। এই রোগ ভাইরাস ঘটিত নয়—ব্যাকটিরিয়া ঘটিত। মাস মিডিয়া ডিভিসনের পক্ষ থেকে এ কথা জানিয়ে আরো বলা হয়েছে যে, জল ফুটিয়ে খেলে কোন ক্ষেত্রেই এই রোগ হবে না। জল ফুটিয়ে খাওয়া সম্ভব না হলে পানীয় জলের পাত্রে হ্যালোজেন বড়ি দিয়ে জল শোধন করে নিতে হবে। পানীয় জলের বিভিন্ন উৎসগুলিকেও শোধন করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে বিনামূল্যে হ্যালোজেন বড়ি পাওয়া যাবে। এক কলসী জলে ১০/১২টি হ্যালোজেন বড়ি বা এক বালতি জলে (১২ লিটার) চা চামচের দুই চামচ ব্লিচিং পাউডার দিয়ে জলকে জীবাণু মুক্ত করতে হবে। গ্রামে যাঁরা পুকুরের জল খান, তাঁরা এক কলসী জলে ১০০ গ্রাম ফটকিরি দিয়ে সারারাত রেখে দেবেন, পরদিন সেই জল ছেঁকে নিয়ে তাতে এক চামচ ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে নেবেন। খাবারে যাতে মাছি বসতে না পারে সেজন্য সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। দোকানের আঢাকা খাবার বা কাটা ফল বর্জন করতে হবে। রোগাক্রান্তকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে বা হাসপাতালে যেতে না পারলে সাময়িকভাবে এক গ্লাস জলে চা চামচের সিকি চামচ নুন, আধ চামচ চিনি ও আধ চামচ খাবার সোডা মিশিয়ে তা ফুটিয়ে এক ঘণ্টা অন্তর আধ কাপ করে খেয়ে যাবেন। আজকাল নানা ওষুধের কোম্পানী রিহাইড্রেশান পাউডার (ইলেকট্রোলাইট পাউডার) তৈরী করছেন—এই পাউডার পেলে নুন, চিনি, খাবার সোডার সংমিশ্রণ তৈরীর প্রয়োজন হবে না। শিশুদের আন্ত্রিক রোগে এটি একটি অব্যর্থ ওষুধ।

সেই ফেরীঘাটে নৌকোডুবি, মৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা: রবিবার সকালে ধুলিয়ানে গঙ্গা ফেরীঘাটে এক নৌকো ডুবিতে একজন যাত্রীর মৃত্যু ঘটেছে। জলমগ্ন অন্য জনা পনের যাত্রী সাঁতরে পাড়ে উঠেন। ঝড়ো হাওয়ায় একটি ডিঙ্গি নৌকো উল্টে গিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তির নাম মিঠু দাস (৪০)। পেশায় একজন টিউবওয়েল মিস্ত্রী। জলমগ্ন জনকয় যাত্রী ও শিশুকে অনুপনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। এই ফেরীঘাটের অব্যবস্থা নিয়ে দু' সপ্তাহ আগে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওই ফেরীঘাটে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার নৌকো ডুবি ঘটল। ৮২ সালের আগষ্টে আর একটি নৌকোডুবিতে ৩ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

নোটিশ

ফতুল্লাপুর শশিমণি উচ্চ বিদ্যালয়ের আসন্ন ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনের ভোটারদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আগামী ২৭-৫-৮৪ সকাল ৯টা হইতে দুপুর ১২টা প্রয়োজনবোধে বৈকাল ১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস, প্রধান শিক্ষক
ফতুল্লাপুর শশিমণি উচ্চ বিদ্যালয়
পোঃ ফতুল্লাপুর (মুর্শিদাবাদ)

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৩

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

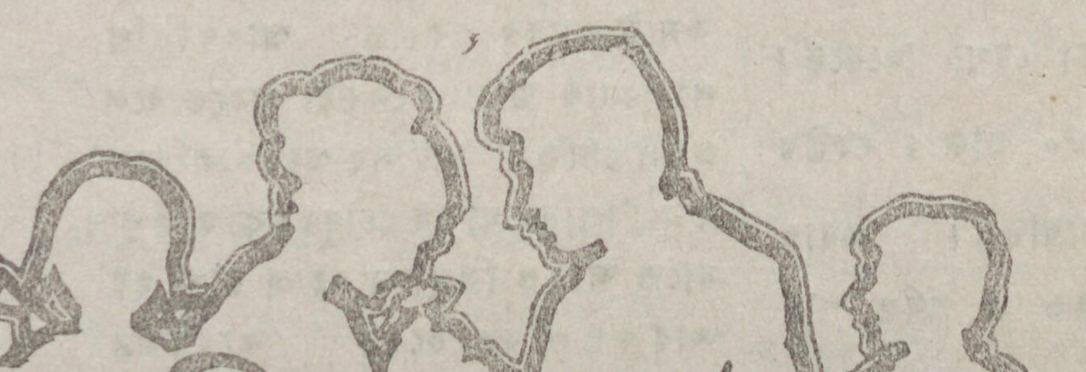

সুখী পরিবারেরাই একটি
সুখী জাতি গড়ে তোলে

আপনি কি জানেন?

- পরিবার পরিকল্পনার অর্থ কেবলমাত্র সন্তান সীমিত রাখাই নয়।
- এর উদ্দেশ্য এক সুখী এবং নিশ্চিন্ত বিবাহিত জীবন।
- যদি কোন দম্পতির সন্তান না হয়ে থাকে তবে তাঁরা তাঁদের নিকটতম পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন।
- আপনার পছন্দমত সময়ে আপনি যদি সন্তান চান তবে সন্তান জন্মের ব্যবধায়ক পদ্ধতি পালন করুন।
- আপনার যখন দুটি সন্তান হয়ে যাবে এবং আপনার পরিবার সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন আপনি স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেন।

সন্তান জন্মের ব্যবধায়ক পদ্ধতি

নিরোধ

দম্পতিদের পক্ষে একটি আদর্শ এবং খুবই সহজ পদ্ধতি-বিশেষ করে নববিবাহিতদের গর্ভধারণ রোধের জন্য এবং একটি সন্তান বিশিষ্ট যে সমস্ত দম্পতি দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম স্থগিত রাখতে চান তাদের জন্য। সস্তায় এবং সহজেই এটি পাওয়া যায় এবং এটি কোন ভাবেই দম্পতিদের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি করে না।

ডায়াফ্রম

সঠিক মাপের হলে এবং সঠিক ভাবে লাগাতে পারলে এটি খুবই কার্যকরী পদ্ধতি। কোনটি ঠিক মাপের হবে তা ডাক্তারেরা ঠিক করে দেন এবং পরে ব্যবহারকারীরা নিজেরাই তা সঠিক স্থানে লাগাতে পারেন।

কপার টি

ইংরাজী টি আকারের এই আই-ইউ-ডি টি কোন ডাক্তার অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন চিকিৎসক সহায়ক মহিলাদের জরায়ুতে লাগিয়ে দেন। একবার লাগালে তা ৩ থেকে ৪ বছর পর্যন্ত ভেতরে থাকে। ব্যবহারকারীরা এর উপস্থিতি টেরও পান না এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনে এতে কোনই অসুবিধা হয় না। এর জন্য ব্যবহারকারীদের আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

খাবার বড়ী

এক একটা মোড়কে ২৮টি করে বড়ি থাকে। যতদিন পর্যন্ত সন্তান না চাইবেন ততদিন মহিলাদের প্রতিমাসিক ঋতুচক্রকালে রোজ একটি করে বড়ি খেতে হবে। বড়ি খেলে যৌন সহবাসের কোন অসুবিধা হয় না এবং কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়া হয় না। মাঝে মাঝে অবশ্য ডাক্তারী পরীক্ষা করিয়ে নিতে হয়।

স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

ভ্যাসেকটমি

এর জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা পুরুষদের খুবই সহজ এবং কার্যকরী একটা ছোট্ট অপারেশান করে দেন। এটা জন্ম নিরোধের একটি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা এবং এতে যৌনসহবাসের কোন অসুবিধা হয় না। যারা এই অপারেশান করে নেন তাদের আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

টিউবেকটমি

অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা এজন্য মহিলাদের একটা অপারেশান করেন। এর জন্যে খুব অল্পকাল হাঁসপাতালে থাকতে হয়। এটিও জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা এবং এতে স্বাভাবিক যৌন জীবন যাপনের কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে না। যারা অপারেশান করান তাদের আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

ল্যাপ্রোস্কোপি

এটি টিউবেকটমির একটি সর্বাধুনিক পদ্ধতি। এর সুবিধা অনেক বড় বড় ও ছোট শহরেও পাওয়া যাচ্ছে। এর জন্যে হাঁসপাতালে থাকার দরকার হয় না এবং এতে কোন ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া হয় না।

আপনার পছন্দমত যে কোন
একটি পদ্ধতি বেছে নিন

ডি 83/500

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ায় এ্যাডভোকেট সুনীলকুমার ঘোষালের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে সদর রাস্তার উপর পাঁচ শতক জায়গার মধ্যে একটি একতল পোক্তা বাড়ী বিক্রয় করা হইবে।

শঙ্কর ভকত
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফরাক্কায় ছাত্রের লাশ

ফরাক্কা : গত ২৯ এপ্রিল থেকে নিখোঁজ ফরাক্কা ব্যারেজ স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র প্রণব দের মৃতদেহ মঙ্গলবার ফরাক্কার লক চ্যানেলের বদ্ধ জল থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। ফরাক্কা উপ-নগরীতে এনিয়ে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এনিয়ে তদন্ত চলছে।

দিন পরিবর্তন

ফরাক্কা গান্ধী ফাউণ্ডেশন কমিটি আয়োজিত লটারী খেলার দিন ১-৫-৮৪ পরিবর্তে ২১-৫-৮৪ করা হয়েছে।

মলয়কুমার দাস, সভাপতি
গান্ধী ফাউণ্ডেশন কমিটি ফরাক্কা

আন্ত্রিকে মৃত্যু দু'শো

(১ম পৃঃ পর)

অতিক্রান্ত হলেও এ পর্যন্ত কোথাও ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি। ফলে 'গোদের উপর বিষফোঁড়া'র মত দেখা দিয়েছে খরা। অনাবৃষ্টির ফলে বোরো, আউশ এবং পাট চাষ নিদারুণভাবে মার খাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গত বছর জেলায় ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছিল। এবার দু'শতাংশ জমিতেও এ পর্যন্ত পাট বোনা যায়নি। গত বছর প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর জমিতে আউশ চাষ হয়। এবার ১০ শতাংশ জমিতেও আউশ বোনা সম্ভব হয়নি। জলাভাবে বোরো চাষের ক্ষতিও ব্যাপক। ৪১ হাজার হেক্টর জমিতে লাগানো বোরো চাষ প্রায়ই শুকিয়ে গেছে। মাথায় হাত পড়েছে হাজার হাজার চাষীর। এক দিকে জলাভাব, অনাবৃষ্টি অন্যদিকে আন্ত্রিক রোগের বিস্তার মুর্শিদাবাদে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে প্রশাসনিক কর্তারাও রীতিমত চিন্তান্বিত। ডি এম সমস্ত ঘটনা জানিয়ে মহাকরণে কয়েকটি জরুরী বার্তা পাঠিয়ে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

কন্ট্রোলার নিয়ে তদন্ত

(১ম পৃঃ পর)

খবর প্রকাশিত হয়েছে এ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সে ব্যাপারে কোনোরকম প্রতিবাদ আমাদের কাছে আসেনি। তাদের এই মৌনতাও বিস্ময়কর। তবে পত্রিকায় লেখালেখির পরি-প্রেক্ষিতে বর্তমানে গৌতমবাবু কিছুটা সংযত হয়েছেন। আইলেরউপর গ্রামে একটি রেশন দোকানের ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করায় গৌতমবাবুকে শোকজ করা হয়। পরিস্থিতি বুঝে তিনি তার আদালত অবমাননাকর পূর্ব্ব সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে তাঁর কথামত বে-আইনি কাজ করতে অস্বীকার করায় এক ইনসপেক্টরকে গৌতমবাবুর রোষদৃষ্টিতে পড়তে হয়েছে। বর্তমানে ওই ইনসপেক্টর ছুটিতে থাকলেও জানা গেছে তাঁকে অন্য জোনে বদলী করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এক ব্যবসায়ীর পার্টনারশীপ সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও গৌতমবাবু তার খামখেয়ালী পূর্ণ পূর্ব্ব সিদ্ধান্তটি বাতিল করেছেন বলে খবর মিলেছে।

এদিকে কয়েকজন ব্যবসায়ী ও কন্-ট্রোলারের অনুগত অফিস ষ্টাফের উপর প্রভাব খাটিয়ে ডি এম ও ডিষ্ট্রিক্ট কন্ট্রোলারের কাছে স্মারকলিপি পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ওই সব স্মারকলিপিতে কন্ট্রোলার গৌতম চৌধুরীকে জঙ্গিপুরে যাতে আরও কিছুদিন বহাল রাখা হয় তার জন্যও বলা হবে। কয়েকজন 'দালাল' এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। কন্ট্রোলার সম্পর্কে প্রকাশিত খবর নিয়ে দু'জন পদস্থ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তারাও এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। তা না হলে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে। অফিসের কাজকর্মেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে। তাদের মতে, প্রশাসনের ভাব-মূর্তি রক্ষার্থেই এই তদন্ত প্রয়োজন। ওই দুই অফিসার অবশ্য তাদের পরিচয় প্রকাশে আপত্তি জানিয়েছেন।

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেডঅফিস : সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

দুর্মুখের কলম চিত্র (২)

লেজুর বৃত্তি সেরা বৃত্তি
(তাই) লেজটি নিয়ে ঘাড়ে
আপনাকে সেয়ানা ভাবে
মুখ পোড়া ঐ বাঁদরে।

বিজ্ঞপ্তি

অভয় হোমিও ফার্মেসীর (সদরঘাট) সেবামূলক গৌরবময় ঐতিহ্যের আর একটি বিরাট পদক্ষেপ। প্রয়াত বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্রবধূ ডাঃ নবনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডি এম এস (ক্যাল) স্ত্রী, শিশু, চর্মরোগ ও পুরাতন রোগ বিশেষজ্ঞ ১৬ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ) হইতে উক্ত ফার্মেসীতে নিয়মিত উপস্থিত থাকিয়া রোগী দেখিবেন।

অভয় হোমিও ফার্মেসী
রঘুনাথগঞ্জ, সদরঘাট

সময় :—বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অহুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।